দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...02 0E ... 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩ ......

বাংলাদেশ এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি মাওলানা মান্নানের বিচার দাবি করেছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মাদ্রাসা শিক্ষকদের নতুন সংগঠন 'বাংলাদেশ এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি' কোটি কোটি টাকা আত্মসাত এবং প্রতারণার অভিযোগে জমিয়াতুল মুদারেসিনের নেতা মাওলনা মান্নানের বিচার দাবি করেছে।

এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয় বঙ্গবন্ধুর আমলে মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতিকে পরবর্তীতে হাইজ্যাক করে মাওলনা মান্নান জমিয়াতুল মুদাররেসিন নামে মাদ্রাসা শিক্ষকদের একটি সংগঠন তৈরি করেন। শিক্ষকদের দাবিদাওয়া আদায়ের নামে তাঁদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা চাঁদা তুলে তা আত্মসাত করে তিনি পত্রিকার মালিক হয়েছেন। সুরম্য অট্টালিকা বানিয়েছেন। অন্যদিকে প্রতারিত মাদ্রাসা

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

বাংলাদেশ এবতেদায়ী

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষকদের ভাগ্যে কিছুই জোটেনি।

নতুন সংগঠনের সদস্য সচিব মাওলানা আব্দুল কবির খান সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন এবং আহ্বায়ক মাওলানা ক্বাজী জুহিরুল ইসলাম ও যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা আবু দাউদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন। মাওলানা কবির বলেন এতদিন পর্যন্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিজস্ব কোন সংগঠন ছিল না, জমিয়াতুল মুদাররেসিন তাদেরকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে। '৭৫ পরবর্তী সকল সরকার মান্নান গংকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। এরশাদ এবং খালেদা সরকার এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকে বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য বার বার আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়ন করেনি। বর্তমান সরকারের কাছে এ দাবিটি বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে শিক্ষক সমাজের কাছে বঙ্গবন্ধু যেমন অমর হয়ে আছেন, এ দাবিটি পূরণ করলে বঙ্গবন্ধুর কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও নিরীহ মাদ্রাসা শিক্ষকদের কাছে অমর হয়ে থাকবেন। এর পাশাপাশি তিনি এসব মাদ্রাসাকে উন্নয়ন প্রকল্প এবং খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় আনা, ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ, অনুদানভুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষকদের জটিল শর্ত প্রত্যাহার করে স্থগিত বেতন-ভাতা চালুর দাবিও জানান। তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে সরকারের যে নীতি রয়েছে সমমর্যাদার এবতেদায়ী মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও একই নীতি থাকা উচিত।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলা হয় একটি মহল বঙ্গবন্ধুর শাসনামলকে ইসলামবিরোধী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে আসছে, অথচ তিনিই ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন। তিনি বন্ধ মাদ্রাসাগুলো চালু করেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করেন; ১৯৭২ সালে যেখানে মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল দেড় হাজার, '৭৫ সাল পর্যন্ত তা বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে ৩ হাজারে দাঁড়ায়।